জীবননগরে শিক্ষকদের জাতীয়করনের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান

জীবননগরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জাতীয়করণ, জাতীয়করণের পূর্ব পযন্ত শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের পদায়ন বন্ধ রাখা ও শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টার সময় জীবননগর বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক কর্মচারী সমিতির আয়োজনে জীবননগর মেইন বাসস্টান্ডে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক কর্মচারী সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি পাভেল মেহমুদ আব্দুর রবের সভাপতিতে মানববন্ধনের বক্তব্য রাখেন, হাসাদা ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আখতারুজ্জামান, উথলী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লুৎফর রহমান, কাশিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক শরিফ উদ্দিন, জান্নাতুল খাদরা মাদরাসার সুপার মাওলানা শরিফুল ইসলাম, শাপলা কলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক বাকি বিল্লাহ, মিনাজপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল বাশার, সিংনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফারুক হোসেন, পাকা দারুস সালাম দাখিল মাদ্রাসার সুপার ওয়াহিদুজ্জামান, ধোপাখালি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন জীবননগর উপজেলা বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক কর্মচারী সমিতির সাধারন সম্পাদক আবুল হাশেম। মানববন্ধন শেষে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার নারায়ণ চন্দ্র পালের নিকট শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

দর্শনায় কেরুজ শ্রমিকদের সাংবাদিক সন্মেলন

হয়রানি মূলোক মিথ্যা মামলা ও ফেসবুকে অপপ্রচার চালানোয় অভিযুক্ত মহিদুলের দৃষ্টান্তমূলোক শাস্তির দাবিতে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ১০৪ জন শ্রমিক ও কর্মচারী দর্শনা প্রেসক্লাবে গতকাল সোমবার বিকাল ৫ টায় সাংবাদিক সন্মেলন করেছেন।

সাংবাদিক সেন্মলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শ্রমিক কর্মচারীদের পক্ষে আক্তার খান শান্তি। লিখিত বক্তেব্যে তিনি বলেন, কেরু এ্যান্ড কো¤পানীতে স্থায়ী পদ শূন্য হওয়ায় মৌসুমী হতে স্থায়ী করণ প্রক্রিয়া বন্ধ ছিলো। শ্রমিক কর্মচারীর নেতৃবৃন্দ তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে মন্ত্রানালয় থেকে মৌসুমী থেকে স্থায়ী করণ নীতিমালা অনুমোদন করে আনেন।

নীতিমালা অনুসারে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ১০৪ জন মৌসুমী শ্রমিক ও কর্মচারী লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক ভাইবা দিয়ে স্থায়ী করণের সুযোগ পায়। চিনিকল কর্তৃপক্ষের প্রেরিত পত্র মোতাবেক স্ব-স্ব স্থানে যোগদানও করি। চাকুরী বিধিমালা অনুসারে বেতনভূক্ত হই। চাকুরী না পেয়ে চিনিকলের আলোচিত শ্রমিক মহিদুল ইসলাম বাঁকাপথে হাঁটতে থাকে। সদর দপ্তরের নীতিমালা সম্পর্কে মিথ্যা অপপ্রচারার চালাচ্ছে। এমনি অনেকের নামে মিথ্যা মামলা করে হয়রানি শুরু করে। এতও ক্ষান্ত হয় না সে ফেসবুকে বিভিন্ন জনের নামে মিথ্যা অপপ্রচার চালাতে থাকে। যা রীতিমত বিব্রতকর ও মানহানিকরও বটে।

এরি মধ্যে আমরা তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলাও করেছি। ইতপূর্বে মহিদুল চিনিকলে চাকুরী করার সুবাদে ২০২০-২১ মৌসুমে চুক্তিভিত্তিক সিডিএ হিসাবে দায়িত্ব পালন কালে ভুয়া চাষী বানিয়ে ঋণ নিয়ে আত্নসাৎ করে ধরা পড়ে। কমিটি কর্তৃক তদন্ত করে তাকে দোষী সাবস্থ করা হয়। আত্নসাতের টাকা তার তাহার পিএফ ফান্ড হইতে কর্তন করা হয় ও অবশিষ্ট টাকা নগদ জমা করে। তাহার বিরুদ্ধে পিবিআই রিপোর্টও আছে। চুরির অপরাধে চাকুরী যাবার কথা থাকলেও মানবিক কারণে তৎকালিন কর্তৃপক্ষ তা করেননি। শুধু তাই নয় আমরা জানতে পেরেছি মহিদুল ইসলাম একজন প্রতারক। সে একাধিক বিবাহিত। তার বিরুদ্ধে ২০১৯ সালের একটি ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার চেক ডিজঅনার মামলা চলমান। আমাদের কয়েকজনের নামে মিথ্যা চাদাবাজি মামলা করেছে।

ঘটনার তারিখে আমরা অনেকেই ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করছিলাম।

এরিমধ্যে মিথ্যা মামলা করে নিজে একটি দৈনিক হাজিরায় জৈব সার কারখানাই কাজ হাতিয়ে নিয়েছে। তারপরও চক্রান্ত থেমে নেই তার। আমাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় ঘুরে দাড়াতে বাধ্য হয়েছি। আমরা ১০৪ জন একমত হয়ে এরি মধ্যে প্রতারক মহিদুলের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা করেছি এবং আরও মামলা প্রক্রিয়াধিন আছে। সে নিজেকে ধোয়াতুলশির পাতা মনে করছে। তার প্রতারণা, চুকরী অবস্থায় চুরি করে ধরাপড়ার বিষয়টি সকলের জানা দরকার। তাই আপনাদের লেখনির মাধ্যমে প্রতারখ মহিদুলের মুখোশ উন্মচন করবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

জীবননগর ভূমি অফিস পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক জহিরুল ইসলাম

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাযলয় ও উপজেলা ভূমি অফিস পরিদর্শন শেষে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনয় করলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম।

গতকাল সোমবার বিকাল ৩টার সময় জীবননগর উপজেলা ভৃমি অফিস পরিদর্শন শেষে উপজেলা পরিষদের হলরুমে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার নারায়ণ চন্দ্র পালের সভাপতিত্বে মতবিনয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার নবাগত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বোন বিভাগের কমকতা কাজল আহম্মেদ, উপজেলা ত্রান কমকতা মিজানুর রহমানসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

হাঁট কতৃপক্ষের অব্যবস্থাপনাকেই দায়ী করেন তিনি। দ্রুত যানজটের স্থায়ী সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করবে এমনটাই দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলার নবাগত নির্বাহী অফিসার মমতাজ মহল বলেন, ডুগডুগি পশুহাটে যানজট নিরসনে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আমি ডুগডুগি পশুহাঁট মালিকদের সাথে কথা বলবো। হাঁটের দিন যেনো পর্যাপ্ত পরিমাণে লোকবল নিয়োগ করে রাস্তা ক্লিয়ার রাখে।

দর্শনায় সংক্ষিপ্ত সিলেবাস করার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ৬ষ্ট শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণীর ৪টি বিষয় বাতিলসহ সংক্ষিপ্ত সিলেবাস করার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করছে ছাত্র ছাত্রীরা। এ বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেয় তিনটি মাধ্যামিক বিদ্যালয় ও ১ টি মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রীরা। এ সময় ছাত্র ছাত্রীরা দর্শনার প্রধান সড়ক ও দর্শনা বাসস্ট্যান্ডে মহাসড়ক অবরোধ করে।

এ মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে প্রায় ১০ মিনিট। এতে মহাসড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে ছাত্র ছাত্রীরা বিক্ষোভ মিছিল করতে করতে দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ করে।

এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দর্শনা মেমনগর বিডি মাধ্যামিক বিদ্যালয়ের ছাত্র মাসুদ রানা, ইয়ামিন আরাফাত, রাফিজা জান্নাতুল।

দর্শনা মাধ্যামিক বালিকা বিদ্যালয়ের বৈশাখী, সাইমুন নাহার মুন ও কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীর ছাত্র রিফাত রহমান। এ সময় ছাত্র ছাত্রীরা বলেন, ঐচ্ছিক বিষয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ও জীবন জীবিকা, ডিজিটাল প্রযুক্তির আংশিক বাতিলের দাবিতে এ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

এ সমাবেশে ছাত্র ছাত্রীরা আরও বলেন, আমাদের পরিক্ষার মাত্র দুই মাস আছে আমরা এত পড়াশুনা করে কভার করতে পারবো না। তাই আমাদের দাবি না মানা পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবো। এ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে প্রায়ব ৪ শতাধিক ছাত্র ছাত্রী অংশ নেয়।

দামুড়হুদায় ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রতিমা তৈরির মৃৎশিল্পীরা

শারদীয় দুর্গাপূজা হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সর্ব বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব। মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হতে এখনও ১৫ দিন বাকী থাকলেও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দরজায় কড়া নাড়ছে দেবী-দুর্গার আগমনী বার্তা। ইতোমধ্যেই দামুড়হুদা উপজেলায় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বিশেষ করে দুর্গা প্রতিমা তৈরির কারিগররা ব্যস্ত সময় পার করছে। মণ্ডপের সাজসজ্জাসহ সার্বিক প্রস্তুতি দ্রুত এগিয়ে নিচ্ছেন আয়োজক ও পূজা উদযাপন কমিটি।

আগামী ০৯ অক্টোবর থেকে শুরু হবে পূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা। দামুড়হুদা উপজেলায় এবছরে ২০টি মণ্ডপে দুর্গা প্রতিমা বসবে। তারই সাজসজ্জায় ব্যস্ত আয়োজকরা। শারদীয় উৎসব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পূজা উদযাপন কমিটির নেতারা।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়,কারিগররা কাদা-মাটি, খড়-কাঠ সংগ্রহ থেকে শুরু করে, প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সকাল থেকে রাত অবধি চলছে এই কার্যক্রম।এখন শারদীয় দুর্গোৎসবে মেতে ওঠার অপেক্ষায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা।এ উৎসবকে ঘিরে উপজেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের মাঝে দেখা দিয়েছে কর্ম ব্যস্ততা।দিন রাত কাজ করে শিল্পীদের হাতের নিপুণ ছোঁয়ায় তৈরি হচ্ছে প্রতিমা। যেন দম ফেলার সময় নেই কারিগরদের। তবে রং, তুলির ও সাজসজ্জার দাম বেশি হওয়া ও প্রতিমা বানানোর মজুরি একটু কম পাওয়ায় চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে তাদের মধ্যে।

মাগুরা জেলার লক্ষীপুর থেকে আসা প্রতিমা শিল্পী শ্রী সুজন দাস বলেন,আমি ১৩ বছর যাবত প্রতিমা বানায়। দুর্গা প্রতিমা ছাড়াও সকল ধরনের প্রতিমা বানিয়ে থাকি এইবার আমি তিন টা প্রতিমার কাজ করতেছি।৪০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকায় কন্টাক্টে, আমার সাথে দুই জন হেলপার আছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক বাসুদেব হালদার বলেন, এবার অনেক বড় করে পূজা করা হচ্ছে। মহাভারতের কিছু দৃশ্য রাখা হচ্ছে। সব মিলিয়ে দামুড়হুদা উপজেলায় মোট ২০টি প্রতিমা গড়া হচ্ছে।

দামুড়হুদা উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব পলাশ কুমার দে জানান, এ বছর অনেক সাড়ম্বরে পূজা উদযাপন করা হবে। মূর্তি গড়ার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। কিছুদিন পর থেকেই রংয়ের কাজ শুরু হবে। দশভূজা দেবী দুর্গা এবার আসছেন দোলায় চড়ে। আর বিসর্জন যাবেন ঘোটকে। পূজাকে কেন্দ্র করে তাই সর্বত্রই চলছে সাজ সাজ রব।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির বলেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল ধরনের সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে, পুজায় আগত দর্শনার্থীদের ভিড় এড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, পুলিশের টহল জোরদার করা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে অনুরোধ, সহ ইভটিজিং ও নারীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদানে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মমতাজ মহল বলেন, প্রতিমা তৈরির স্থানসমুহ এবং পূজা মন্ডপ গুলোতে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্হা গ্রহণ করা হয়েছে। কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সে লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে সুষ্ঠুভাবে যেন পূজা উদযাপিত হয় সে লক্ষে জনপ্রতিনিধি সহ সর্বসাধারণের সহযোগিতা কামনা করছি।

দামুড়হুদায় অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পরে সর্বস্ব খোয়ালেন কৃষক

দামুড়হুদা ডুগডুগি পশুহাটে গরু কিনতে এসে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পরে সর্বস্ব খোয়ালেন কৃষক মহিদুল ইসলাম (৪০)। সে ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলার বলহরপুর গ্রামের কৃষক বারেকের ছেলে।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে কোটচাঁদপুর টু দর্শনা বাস যোগে আসার সময় প্রতিমধ্যে যেকোনো স্থানে এঘটনা ঘটে।

জানাগেছে, ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলার বলহরপুর গ্রামের কৃষক বাকেরের ছেলে মহিদুল ইসলাম গরু কেনার জন্য ডুগডুগি পশু হাটের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সকাল আনুমানিক সাড়ে ১১ টার দিকে বলহরপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে ডুগডুগি পশু হাটের উদ্দেশ্যে বাসে ওঠে। প্রতিমধ্যে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে তার কাছে থাকা গরু কেনার ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পুরাটাই নিয়ে নেই অজ্ঞান পার্টি। পরে বাস থেকে তাকে দর্শনার রেলগেট সংলগ্ন স্থানে নামিয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় লোকজন তাকে রাস্তায় পরে থাকতে দেখে তার কাছে থাকা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নিকট আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ করে।

প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ডুগডুগি শশুর বাড়িতে তাকে রাখা হয়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তার কোন হুশ ছিল না।

আলমডাঙ্গার সন্তান মীর আবু তৌহিদ নোয়াখালি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের পুলিশ সুপার

আলমডাঙ্গার সন্তান, পুলিশ সুপার, মীর আবু তৌহিদ (রেন্টু)’রাঙ্গামাটি জেলা পুলিশ সুপার থেকে নোয়াখালি পুলিশ

ট্রেনিং সেন্টারের পুলিশ সুপার হিসেবে বদলীর আদেশ হয়েছে।

আজ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন সূত্রে জানা গেছে মীর আবু তৌহিদ রেন্টু’কে রাঙ্গামাটি’র এসপি থেকে পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার, নোয়াখালীর এসপি হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।মীর আবু তৌহিদ রেন্টু সততা ও দক্ষতার সাথে রাঙামাটি পুলিস সুপারের দায়িত্ব পালন করেছেন।

জানাগেছে, মীর আবু তৌহিদ আলমডাঙ্গা পৌরসভার পাশ্ববর্তী ফরিদপুর গ্রামের মীর সামসুল ছরোয়ার মেজ ছেলে মীর আবু তৌহিদ (রেন্টু),১৯৯৫ সালে আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি, ১৯৯৭ সালে আলমডাঙ্গা ডিগ্রী কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে ২০০১ সালে স্নাতক (সম্মান) ও ২০০২ সালে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে বিসিএস ২৫তম ব্যাচে উত্তীর্ণ হয়ে ২০০৬ সালে বাংলাদেশ পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশে চাকুরিতে যোগদান করেন।

২০২২ সালের ৩রা আগষ্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের এক আদেশে মীর আবু তৌহিদ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার পুলিশ সুপার পদে যোগদান করে অদ্যবধি অত্যন্ত সততা, পেশাদারীত্ব ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

রাঙ্গামাটিতে বদলি হওয়ার পূর্বে দীর্ঘদিন তিনি পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের এলআইসি শাখায় উগ্রপন্থা দমন, সাইবার নিরাপত্তা ও প্রযুক্তি নির্ভর পুলিশিং এর উপর বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন।

সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন সূত্রে জানা গেছে মীর আবু তৌহিদ রেন্টু’কে রাঙ্গামাটি’র এসপি থেকে পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার, নোয়াখালীর এসপি হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা বন্ডবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিদায় সংবর্ধনা

আলমডাঙ্গা বন্ডবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিরিন জাহানের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্টিত।নিজে কাঁদলেন,অন্যদের কাঁদালেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা বন্ডবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিরিন জাহান দীর্ঘ ৩০ বছরের অধিক কাল একই স্কুলে চাকরি শেষে আজ অবসর গ্রহন করায় তাকে স্কুলের পক্ষ থেকে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। মোছাঃ শিরিন জাহান দীর্ঘ চাকরি জীবনের ৩২ বছর বন্ডবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে চাকরি করে রেকর্ড গড়েছেন। স্কুলের শিক্ষার্থী, অভিভাবক,ম্যানেজিং কমিটির সদস্য বৃন্দ সকলে তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। বন্ডবিল গ্রামের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র আওরঙ্গজেব মোল্লা টিপু অত্র স্কুলের সভাপতি হিসেবে বহুদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। তার দায়িত্ব কালে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত উন্নিত করা হয়েছিল।

আজ রবিবার বন্ডবিল স্কুল কমিটি ও শিক্ষক মন্ডলি প্রধান শিক্ষক শিরিন জাহানকে বিদায় সংবর্ধনা প্রদান করেন।

স্কুলের সহকারি শিক্ষক আব্দুল মজিদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্কুল কমিটির সভাপতি ও উপজেলা সহকারি শিক্ষা অফিসার হুমায়ন কবির। সহকারি শিক্ষক পুবন কুমার সাধুখার উপস্থাপনায় সংবর্ধিত অথিতি শিরিন জাহান বলেন আমি চাকরি জীবনের বেশির ভাগ সময় বন্ডবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। শিক্ষকতা পেশা এমন একটা পেশা,যে পেশায় ছোট ছোট মানুষের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া যায়। ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে লেখা পড়া শেখানো খুবই দুরুহ কাজ। যে কাজটি আমরা করে থাকি। আমার দীর্ঘ চাকরি জীবনে যদি কখনও কারো সাথে খারাপ আচরন থাকি তাহলে নিজ গুনে ক্ষমা করে দেবেন।

প্রধান অতিথি বলেন আপনারা সকলে মানুষ গড়ার কারিগর, এই মাহান ব্রত সকলে পালন করতে পারে না।একজন পিতা মাতা,তাদের ছোট সন্তান কে

আপনাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত হয়।আপনারা কিন্ত পিতা মাতার দায়িত্ব সহ শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন।

সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাইফুল ইসলাম, সহকারি শিক্ষক নায়মা আফরোজ,ফাতেমা আক্তার,তামান্না আরেফিন,সাবিনা আক্তার,মিতা রানী সাহা,ও ইমরান হোসেন প্রমুখ।এ ছাড়াও গ্রামের প্রাক্তন শিক্ষার্থীগন সভায় উপস্থিত ছিলেন। বন্ডবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিরিন জাহান তার বর্ণাঢ্য চাকুরি জীবন থেকে অবসরজনিত বিদায়ে আমরা সাবেক ছাত্র ছাত্রীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

জীবননগরে কেন্দ্রীয় গোরস্থানের নিজস্ব জমি পুনরুদ্ধরের দাবীতে মানববন্ধন

জীবননগর কেন্দ্রীয় গোরস্থানের নিজস্ব জমি পুনরুদ্ধরের দাবী মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২ টার সময় জীবননগর চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মানববন্ধন অনুষ্ঠানে জীবননগর কেন্দ্রীয় গেরাস্থান কমিটির সভাপতি সাবেক পৌর চেয়ারম্যান মো: আশরাফুল হক লিখিত বক্তব্যে বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার, থানা জীবননগর অধীন ২৫ নং জীবননগর মৌজায় আর.এস ৯৬৪ নং খতিয়ানে আর.এস ২৫৭৯ নং দাগের মালিক ছিলেন কাজী মাহাবুব হোসেন, কাজী সাইফুজ্জামান (বাবলা), আসমা খাতুন ও আছিয়া খাতুন গং। তন্মধ্যে উত্ত আছিয়া খাতুন এর নিকট হইতে বিগত ২৭/০৪/১৯৮৩ ইং তারিখে ৪৫৩৬ নং রেজি: কবলায় ০.০৪০০ একর জমি মর্ঝিনা খাতুন ক্রয় করেন। উক্ত মর্জিনা খাতুন এর নিকট হইতে আমরা গোরস্থান কমিটি বিগত ইং ১৯/০২/১৯৮৫ তারিখে ১৮৯০ নং রেজি: কবলায় ০.০৪০০ একর জমি ক্রয় করি। আসমা খাতুন এর নিকট হইতে আমরা গোরস্থান কমিটি বিগত ইং ০৩/০৬/১৯৮৪ তারিখে ২০১৬ রেজিঃ কবলায় ০.০৭০০ একর জমি ক্রয় করি।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, বিগত সরকারের আমলে সাবেক এম.পি আলী আজগর টগরের মৌখিক নির্দেশে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সংসদ সদস্যের মনোনিত নেত্রীবৃন্দের সহায়তায় জীবননগর কেন্দ্রীয় গোরস্থানের জমি মোঃ আরিফুজ্জামান, মোঃ স্বপন হোসেন, মোঃ মনিরুজ্জামান, মোঃ কামরুজ্জামান, মোছাঃ নাজমা খাতুন, মোছাঃ বিলকিছ খাতুন, মোছাঃ নারগিস খাতুন, মোছাঃ নাছরিন খাতুন সর্ব পিতা মৃত নুরুল ইসলাম, সর্ব সাং মাধবখালী, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা জোর পূবক দখল করেন। উক্ত দখল প্রতিরোধের জন্য জীবননগর গোরস্থান কমিটি বাদী হইয়া জীবননগর সহকারি জজ আদালতে দেওয়ানি ২৫২/২০১২ নং মামলা দায়ের করি। উক্ত মামলায় আদালত হইতে বিগত ২১/০২/২০১৩ ইং তারিখে বিবাদীগণের বিরুদ্ধে নালিশি সম্পত্তির উপর সর্বপ্রকার নির্মাণ কার্য করা থেকে স্থিতি অবস্থা বজায় রাখার আদেশ দিয়াছিলেন। যাহা আদালতের আদেশ অবমাননা মামলা মিস-০৫/২০১৩ অদ্যবধি বিচারাধীন আছে। আমরা এই গোরস্থান কমিটির সদস্য সহ এলাকাবাসী উক্ত জমি পুনরুদ্ধরের জন্য মানববন্ধনের আয়োজন করিয়াছি। জমি উদ্ধারের আপনাদের সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করছি।

উক্ত মানব বন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর কেন্দ্রীয় গোরস্থান কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক সামসুল আলম, জীবননগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম.আর বাবু, সাবেক কমিশনার হযরত আলী, হাজী আঃ মজিদ, মুন্সী খোকন, মিনহাজ আলী, আবু হানিফ,নাসু মিয়া, প্রমুখ।